FEB. 1 / 2001

একজন উপাচার্য : যোগ্যতা-অযোগ্যতা ও কিছু প্রশ্ন

দেশের বহু নাগরিকের মতো আমার কয়েকজন সন্তান ও আত্মীয়স্বজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করছে। স্বাভাবিকভাবে পত্রপত্রিকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় খবরাখবর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এর মধ্যে গত অক্টোবর থেকে গত প্রায় তিন মাস যাবৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে দুটি জাতীয় দৈনিকে ক্রমাগত যা লেখা হয়েছে সূক্ষ্মভাবে সে সমস্ত বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করার চেষ্টা করছি। প্রথমেই বলা উচিত যে, এই ইস্যুতে আদর্শিকভাবে বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত পত্রিকা দুটি ঐতিহাসিকভাবে ঐক্যমতে পৌছেছে। বিষয়টি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাকে যেমন হতবিহ্বল করেছে তেমনি চমৎকৃত করেছে। এর কারণ হচ্ছে প্রফেসর ভট্টাচার্যের মধ্যে উভয় কাগজই ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছে। তবে পত্রিকাসমূহে প্রফেসর ভট্টাচার্যের ক্যারিয়ারের মূল দুর্বলতা বলে যা প্রচার করা হচ্ছে তা হলো- তার শিক্ষাগত যোগ্যতায় একাধিক তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে এই তথ্যটি জনগণের জানার কথা নয়। তারাই জানাবেন যারা এ ধরনের তথ্য সংবাদপত্রে সরবরাহ করেছেন। আর এরা অবশ্যই প্রফেসর ভট্টাচার্যের পূর্বতন কর্মস্থলের, অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো বেশকিছু তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রফেসর রয়েছেন, অতীতে কয়েকজন উপাচার্য যে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত ছিলেন না তা বলা যাবে না। তথ্য ভুল হলে খুশি হবো। তবে সমস্যা এখানে নয়, সমস্যা হলো, প্রফেসর হওয়ার আগে ভট্টাচার্য প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন, তখন তো তার তৃতীয় শ্রেণী বা নিয়োগ নিয়ে কেউ কিছু বলেননি। তারপর বিধি মোতাবেক নিশ্চয়ই তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে প্রমোশন পেয়েছেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশগমনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সবেতন ছুটি দিয়েছে, তিনি উচ্চ শিক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন, পরবর্তীকালে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। পরিশেষে তিনি প্রফেসর পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় ৩০ বছরে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন আসেনি, বরং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত ও প্রশাসনিক পদে কাজ করেছেন। তবে উপাচার্য হওয়া মাত্র তিনি কেন ও কোন যুক্তিতে এই পদের জন্য অযোগ্য বা বিতর্কিত হবেন। এ দেশে কি ইতিপূর্বে কোনো উপাচার্য তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত ছিলেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, উপাচার্য হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট বা দেশের সংবিধানে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে? না থাকলে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ভট্টাচার্যের দীর্ঘ শিক্ষকতার পটভূমিকায় বলা যেতে পারে যে, নিশ্চয়ই তার অন্য কোনো যোগ্যতা বা প্লাস পয়েন্ট আছে যার জন্য সরকারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগদান করেছেন। পত্রপত্রিকাসমূহ এই প্লাস পয়েন্ট আমার মতো পাঠকদের জানালে তাদের সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতাম। এমনকি, এই পত্রপত্রিকাসমূহ এ সম্পর্কীয় তথ্য প্রকাশের পূর্বে প্রফেসর ভট্টাচার্যের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না।

ধরে নিই, উপরোক্ত পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের মতে প্রফেসর ভট্টাচার্য তার শিক্ষা জীবনে তৃতীয় শ্রেণী পদের জন্য উপাচার্য হওয়ার অযোগ্য। তা হলে উজ্জ্বল শিক্ষার যোগ্যতাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী উপাচার্য এবং লেখক-শিক্ষক উপউপাচার্য তাদের কর্মকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন? তারা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি সীমাহীন নৈরাজ্যের মধ্যে ফেলে রেখে গেছেন। গত কয়েক বছরে পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে এর সত্যতা মিলবে। তদুপরি, নতুন উপাচার্য ও উপউপাচার্য গত অক্টোবরে নিয়োগের র পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পরিস্থিতি পেলেন? নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১৬৭ নের গণপদোন্নতি, প্রায় ৬০ জনের একটি নির্দিষ্ট তারিখে নিয়োগ এবং প্রায় ০ জনের মত কর্মচারীর নিয়োগ পত্র প্রদান সত্ত্বেও তাদের যোগদানপত্র গ্রহণে র্ঘসূত্রতা। এমন ছাড়াও পরীক্ষা, কলেজ পরিদর্শন, অধিভুক্তিতে সীমাহীন দুর্নীতি র্বতন কর্তৃপক্ষই পরিচর্যা করে গেছেন। নতুন উপাচার্য যখন এ সমস্ত বিষয়ে যবস্থা নিতে যাচ্ছেন, বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করছেন তখনই গত মাসের শষদিকে এক ছুটির দিনে হাজার দুয়েক ফাইল অসাধু কর্মচারীরা পুড়িয়ে দেয়। সমস্ত ঘটনাও যথার্থ মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। অতএব, পত্রপত্রিকা র্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন, তারা যেন নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশন রেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ব্যাপক পরিধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণে রূপ দৃষ্টিভঙ্গি সুফল বয়ে আনবে না। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা একটি গণমাধ্যমের মিকা হওয়া উচিত নয়। সাধারণ মানুষ অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির শিকার হতে চায় ।

মোঃ নূরুজ্জামান স্বাধীন
হাদীর মোড়, তালাইমারী
রাজশাহী।